কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার গোরকমন্ডপ সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নারী কৃষি শ্রমিক শ্রীমতি শারতীকে বিনা কারণে আটকে রাখার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার গোরকমন্ডপ গ্রামের বাসিন্দা শ্রী অতুল কুমারের স্ত্রী শ্রীমতি শারতী (৩৯) একজন দরিদ্র নারী কৃষি শ্রমিক। তাঁর স্বামী শ্রী অতুল কুমার এর সামান্য আয়ে সংসার না চলায় তিনি দীনেশ চন্দ্র বর্মণের সীমান্তবর্তী জমিতে কাজ করতেন। গত ২০ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় শ্রীমতি শারতী বাংলাদেশ-ভারত গোরকমন্ডপ সীমান্তে ৯২৯ নম্বর সীমান্ত পিলারের সীমান্তবর্তী জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। শ্রীমতি শারতী জমির কাছে পৌঁছালে ১২৪ ব্যাটালিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এবং তাঁকে জোর করে ধরে ভারতের অভ্যন্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার অন্তর্ভুক্ত খারিদা হরিদাশ বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

এরপর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গোরকমন্ডপ ক্যাম্প ও ভারতের খারিদা হরিদাশ বিএসএফ ক্যাম্প এর কম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তাঁকে ফেরত দেয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শ্রীমতি শারতীর স্বামী একজন দরিদ্র জেলে। তিনি মাছ ধরা ছাড়াও অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করেন। তাঁদের নিজেদের কোন জমি বা বাড়ি না থাকায় শারতী স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে গোরকমন্ডপ আবাসন প্রকল্পে বসবাস করেন। শারতীর এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। অন্যের জাল নিয়ে তাঁর স্বামীকে মাছ ধরতে হয়। ফলে জালের ভাড়া বাদ দিয়ে দিনে যা আয় হয় তা দিয়ে তাঁদের পাঁচ জনের সংসার না চলায় শারতী সংসার এর খরচ বহন করতে অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- শ্রীমতি শারতী এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

শ্রীমতি শারতী (৩৯), আটককৃত ব্যক্তি

শ্রীমতি শারতী অধিকারকে জানান, তিনি একজন কৃষি শ্রমিক এবং তাঁর স্বামী একজন জেলে। তিনি সংসারের প্রয়োজনে সীমান্তবর্তী এলাকায় অন্যের জমিতে কাজ করেন। ২০ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় সীমান্তবর্তী এলাকায় দীনেশ চন্দ্র বর্মনের জমিতে কৃষি কাজ করার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হন। ৯২৯ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে তাঁকে ধরার জন্য তাড়া করে। তখন তিনি তাঁর বাড়ীর দিকে দৌড়াতে থাকেন। বিএসএফ সদস্যরাও তাঁর পিছুপিছু দৌড় দেয়। একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে ফেলে। বিএসএফ সদস্যরা তাঁর কাছে জানতে চান, ১৯ নভেম্বর ২০১২ রাতে তিনি ভারত থেকে অবৈধ মালামাল নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন কিনা। তখন তিনি বিএসএফ সদস্যদের জানান, তিনি ভারতে যাননি। বিএসএফ সদস্যরা তাঁর কথা না শুনে তাঁকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে ভারতের খারিদা হরিদাশ বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। খারিদা হরিদাশ ক্যাম্পে নিয়ে তাঁকে মেঝেতে বসিয়ে রাখে এবং তাঁর কাছে বিএসএফ সদস্যরা কিছুক্ষণ পরপর জানতে চায় ভারত থেকে তিনি কোন অবৈধ জিনিস বাংলাদেশে পাচার করেছেন কিনা। এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা তাঁর দুই হাতের দশ আঙ্গুলের ছাপ নেয়। বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় বিএসএফ সদস্যরা বিজিবি বিএসএফ এর মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি বাংলাদেশে ফেরত আসেন।

উপরের ছবিতে গোল চিহ্নিত জায়গা বিএসএফ এর খারিদা হরিদাশ ক্যাম্প, যেখানে শ্রীমতি শারতীকে আটক করে রাখা হয়। ছবিঃ অধিকার, ২৩ ডিসেম্বর ২০১২

শ্রী অতুল কুমার, শ্রীমতি শারতীর স্বামী ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

শ্রী অতুল কুমার অধিকারকে জানান, ২০ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০ টা থেকে তিনি ৯২৯ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে দীনেশ চন্দ্র বর্মনের জমিতে দীনেশসহ আরো কয়েকজন মিলে কাজ করছিলেন। সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় তাঁর স্ত্রী শারতী একই জমিতে কাজের উদ্দেশ্যে জমির কাছাকাছি আসলে ভারত থেকে কয়েকজন

বিএসএফ সদস্য তাঁকে ধাওয়া করে। শারতী দৌড় দিলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে ফেলে। তাঁকে জোর করে ধরে খারিদা হরিদাশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তখনই তিনি ছুটে গোরকমন্ডপ বিজিবি ক্যাম্পে যান। সেখানে মূল ফটকে থাকা ২জন বিজিবি সদস্যকে তিনি জানান, সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় ৯২৯ নম্বর পিলারের কাছ থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে। তখন বিজিবি সদস্যরা খবরটি শুনে তাঁকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানায়। এরপর বিজিবি এবং বিএসএফ এর মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

উপরের ছবিতে সীমান্ত পিলার না থাকায় বাঁশের খুটি দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। ছবিঃ অধিকার, ২৩ ডিসেম্বর ২০১২

দীনেশ চন্দ্র বর্মণ, প্রত্যক্ষদর্শী ও জমির মালিক

দীনেশ চন্দ্র বর্মণ অধিকারকে জানান, ২০ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০ টা থেকে তিনি সীমান্তবর্তী জমিতে কাজ করছিলেন। এসময় তাঁর সঙ্গে শ্রী অতুল কুমার সহ আরো কয়েকজন ছিলেন। সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় শ্রীমতি শারতী তাঁর জমিতে কাজ করতে আসার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে জোর করে ধরে ভারতে নিয়ে যায়। বিজিবি এবং বিএসএফ এর মধ্যে ক্যাম্প পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় শারতীকে ফেরত দেয় বিএসএফ।

জিয়াউল হক খালেদ, অধিনায়ক ৪৫ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম

জিয়াউল হক খালেদ অধিকারকে জানান, ২০ নভেম্বর ২০১২ সকালে গোরকমন্ডপ ক্যাম্প থেকে জানানো হয় যে, ৯২৯ নম্বর পিলারের কাছ থেকে এক মহিলাকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তখন তিনি মহিলাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পতাকা বৈঠক করতে বলেন। দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় ৯২৯ নম্বর পিলারের কাছে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন শিমুলবাড়ি বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মকবুল হোসেন এবং বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন ১২৪

বিএসএফ ব্যাটালিয়নের খারিদা হরিদাশ ক্যাম্পের কমান্ডার (নাম জানাতে পারেননি)। পতাকা বৈঠকে ১২৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের খারিদা হরিদাশ ক্যাম্পের কমান্ডার বিজিবির বিওপি কমান্ডার সুবেদার মকবুল হোসেনকে জানান সীমান্ত আইন লংঘন করে সারতী অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, তাই যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে শারতীকে ফেরত নিতে হবে। সুবেদার মকবুল হোসেন এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ১২৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান খারিদা হরিদাশ ক্যাম্পের কমান্ডারকে জানান, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিএসএফ সদস্যরাই প্রবেশ করে অন্যায়ভাবে শারতীকে ধরে নিয়ে গেছে। সে কারনে তিনি অবিলম্বে শারতীকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। পরে বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় ৯২৯ নম্বর পিলারের কাছে পুনরায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ সদস্যরা শারতীকে ফেরত দেয়।

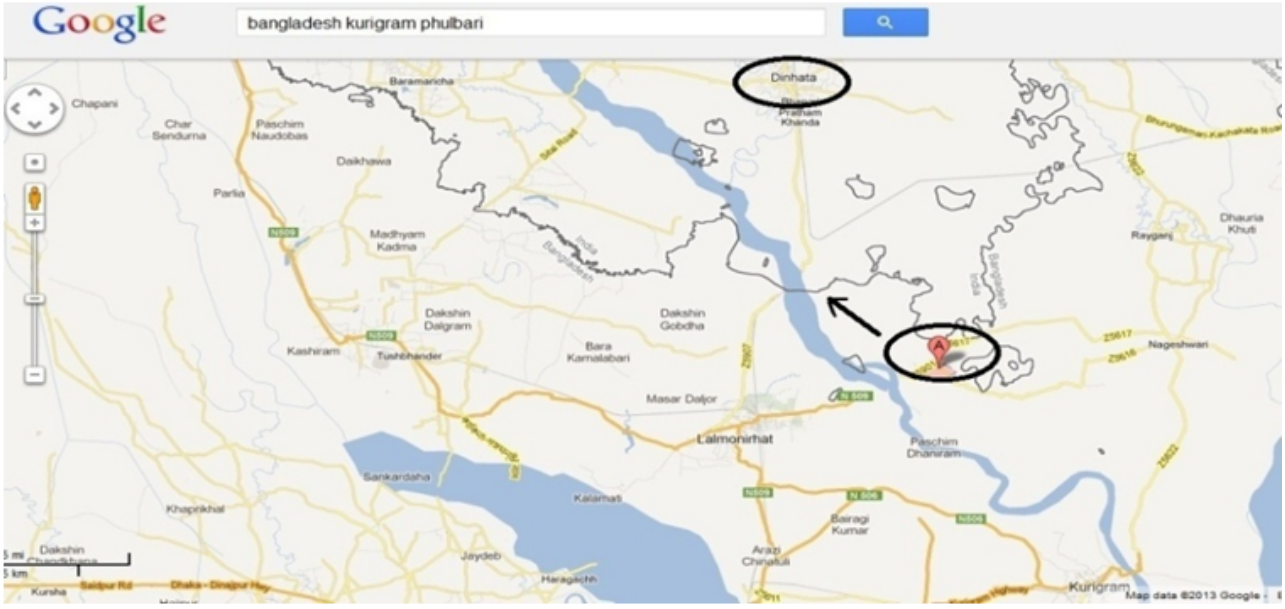

ছবিতে উপরের গোল চিহ্নিত জায়গা ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানা। নিচের গোল চিহ্নিত জায়গা বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানা। তীর চিহ্নিত জায়গা থেকে শ্রীমতি শারতীকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়েছিল

অধিকারের বক্তব্য :

ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে প্রায়ই অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করে এদেশের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। বিএসএফ সদস্যরা অহরহ সীমান্তবর্তী নিরীহ এবং নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন এবং অপহরণ করছে। নারী ও শিশুরাও এদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অতীতে বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশী নারী ধর্ষণেরও ঘটনা ঘটেছে। অধিকার শ্রীমতি শারতীকে ভারতে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিন্দা ও চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারনে বিএসএফ সদস্যরা যখন তখন বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে সীমান্তের কাছে বসবাসকারী সাধারণ বাংলাদেশীদের নিয়মিতই হত্যা-নির্যাতন এবং অপহরণ করছে। যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই এর প্রতিকার করতে হবে।

-সমাপ্ত-